



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর আয়কর নির্ধারণে
সঠিকতা যাচাই সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর- ৩৩ /২০২১



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর আয়কর নির্ধারণে
সঠিকতা যাচাই সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর- ৩৩ /২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৬
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
অধ্যায়-২		
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৩-৩৫
দ্বিতীয় অংশ		
৭	পরিশিষ্টসমূহ	৩৯-৬০

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আয়কর নির্ধারণে সঠিকতা যাচাই বিষয়ে রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৯ (উনিশ) টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ০৯/০২/২০২১ বঙ্গাব্দ
২৬/৩/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

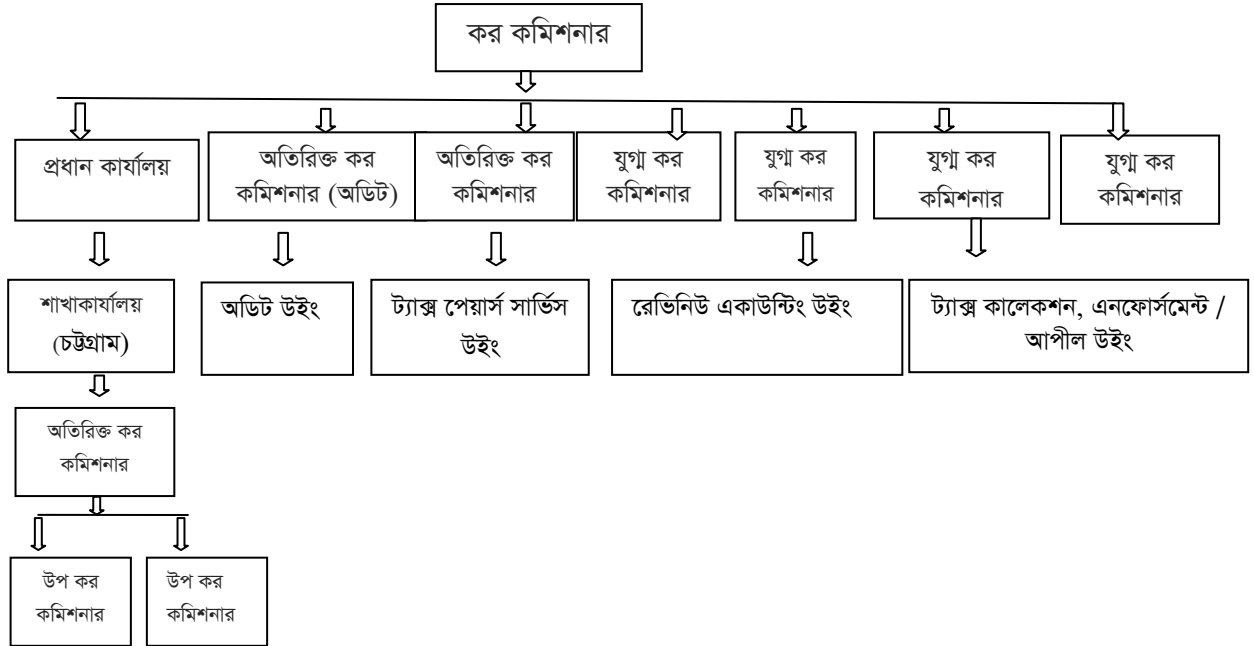
রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য: এই রিপোর্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয় এর ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আয়কর নির্ধারণের সঠিকতা যাচাই এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধ্যাদেশ/আইন, বিধিমালা, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসাবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

- প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর অধীন “বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর)” প্রতিষ্ঠানটি ২য় ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকায় অবস্থিত। কর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে নভেম্বর, ২০০৩ সালে একজন কর কমিশনারের অধীনে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে করদাতাদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর অধীন ২০১১ সালে চট্টগ্রামে ১টি শাখা অফিস স্থাপন করা হয়।

- প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম: ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়



- **প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী:**

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর সকল কার্যক্রম ৪টি ফাংশনাল উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উইং ৪টি যথা (ক) ট্যাক্স পেয়ার্স সার্ভিস উইং (খ) রেভিনিউ একাউন্টিং উইং (গ) ট্যাক্স কালেকশন, এনফোর্সমেন্ট এন্ড আপীল উইং (ঘ) অডিট উইং।

প্রতিটি উইং এর কার্যাবলী অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ভাবে পরিচালিত। এই ইউনিটে আয়কর সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম ৪টি উইং এর মধ্যে বণ্টনকৃত রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে উইং ভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন করা হয়ে থাকে। এখানে একজন কর্মকর্তা আয়কর অফিসের অসংখ্য দায়িত্বপালনের পরিবর্তে একমুখী সমজাতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনার আওতায় বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU)-এ সৃষ্টি হয়েছে চমৎকার কর্মস্পৃহা ও গতিশীলতা। ফলে করদাতাগণ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কাজিত সেবা পেয়ে থাকেন।

- **প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator:**

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর তথ্য অনুযায়ী বিগত ৩ বৎসরের রাজস্ব আদায় ও লক্ষ্যমাত্রা Key Performance Indicator বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ :

কর বৎসর	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি)	রাজস্ব আদায় (কোটি)	আদায়ের হার	(হ্রাস/বৃদ্ধি)
২০১৭-১৮	১৬,৪১২	১৬,৪৩৯	১০০.১৬%	০.১৬% বৃদ্ধি
২০১৮-১৯	২১,৪১২	১৭,৪২২	৮১.৩৬%	২০১৭-১৮ অর্থ বৎসর অপেক্ষা ২০১৮-১৯ বৎসরে আদায়ের হার ১৮.৮% কম
২০১৯-২০	২৬,৮০০	২০,৫০০	৭৬.৪৯%	২০১৮-১৯ অর্থ বৎসর অপেক্ষা ২০১৯-২০ বৎসরে আদায়ের হার ৪.৮৭% কম

অডিটের আইনগত ভিত্তি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় নিম্নবর্ণিত নথিপত্র বিশ্লেষণ করতঃ অডিটের পরিধি বিবেচনা করা হয়েছে:-
কর দাতাদের আয়কর নথি, আয়কর রিটার্ন, বার্ষিক প্রতিবেদন, কর আদেশ (আই টি-৮৮), কর পরিগণনা সীট (আই টি-৩০), দাবিনামা (আই টি-১৫) ও রাজস্ব প্রাপ্তির সঠিকতা ইত্যাদি।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

- **অডিটের বিষয়বস্তু:** আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৮ এর ধারা ও বিধিরব্যত্যয় ঘটিয়ে:-
 - (১) অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন করা।
 - (২) অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করা।
 - (৩) উৎস কর কম কর্তন করা।
- **অডিট কৌশল:**
 - দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিচালনা।
 - সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আয়কর সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আলোচনা।
 - সাক্ষাৎকার ও নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রসমূহ উদ্ঘাটন।
- **অডিটের সময়কাল:** ০৪/১০/২০২০ খ্রিঃ হতে ৩০/১১/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।

অনিয়মের কারণসমূহ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ৩০, ৫২, ৫৩ ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধির ১৬ এর ব্যত্যয়।
- অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন করা।
- অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত বিধি বিধান এর ব্যাখ্যা(পরিপত্র) যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু:

- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা।
- পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ৩০, ৫২, ৫৩ ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ সহ অন্যান্য ধারা ও বিধিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক কর নির্ধারণ ;
- অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন না করা ;
- অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর নির্ধারণ করা ;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত বিধি বিধান এর ব্যাখ্যা (পরিপত্র, এসআরও) যথাযথভাবে পরিপালন করা।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আয়কর নির্ধারণের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষা কালে বেশকিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৯টি অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১২৬,৩৩,৮৫,১৫২ (একশত ছাব্বিশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার একশত বায়ান্ন) টাকা যা মোট আয়ের ০.৬১%। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ধারা ও বিধির ব্যত্যয়।
- অননুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অননুমোদন।
- অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করা।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে কর কম কর্তন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি রাজস্ব আদায়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনু: নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ
১.	সানোফি বাংলাদেশ লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৫৬,৩৯,৭২৫/-
২.	এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃএর অননুমোদনসীমার অতিরিক্ত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৪০,০৯,৩২,৭৫৬/-
৩.	গ্রামীণ ফোন লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৭,২২,৪৯,৩৭২/-
৪.	নাভানা লিমিটেডএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১১,৯৭,৩০৬/-
৫.	ব্র্যাক ইপিএল ষ্টক ব্রোকারেজ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১,২২,২২,৪৯৬/-
৬.	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃএর অননুমোদনসীমার অতিরিক্ত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	২,০১,০১,০৩৯/-
৭.	নিউজিল্যান্ড ডেইরী প্রোডাক্টস বাংলাদেশ লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৩,৯০,০২,৯৪৩/-
৮.	ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	২,৩৭,৩১,৮৯৬/-
৯.	শেখ আকিজ উদ্দিন লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১৯,৭৪,১৫০/-
১০.	সীমান্ত ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৫৭,৬৫,২৩০/-
১১.	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৮,০৬,৩০,৪৫০/-
১২.	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১০,৮০,৬৯,৬৫৬/-
১৩.	দি ড্রাষ্ট ব্যাংক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৪০,৪৯,৬৮৪/-
১৪.	মার্কেটাইলব্যাংক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৬,৬৮,১৭,৬৭২/-
১৫.	আমেরিকান লাইফ ইস্যুরেন্স কোং লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	১৬,৪৬,৮৭,২৯০/-
১৬.	আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৫৮,৬১,০৭৮/-
১৭.	মদিনা সিমেন্টএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৯৭,০২,৭৫১/-
১৮.	গ্রীন ডেল্টা লাইফ ইস্যুরেন্স কোং লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	২০,৫২,৫৪,৫৮১/-
১৯.	এম.এম.ইস্পাহানী লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আর্থিক ক্ষতি	৩,৫৪,৯৫,০৭৭/-
	সর্বমোট=	১২৬,৩৩,৮৫,১৫২/-

কথায়: একশত ছাব্বিশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার একশত বায়ান্ন টাকা মাত্র।

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ- ০১

শিরোনাম : সানোফি বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৫৬,৩৯,৭২৫ (ছাপান্ন লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার সাতশত পঁচিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে সানোফি বাংলাদেশ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৫৬,৩৯,৭২৫ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৯.২, ৩০.১ ও ৩০.২ এ “Casual Staff expenses” বাবদ সর্বমোট (২,১০,১১,১২৩ + ৮৪,১৮,৮৮৫ + ২৩,১৫,৪৭৭) = ৩,১৭,৪৫,৪৮৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী জনশক্তি সরবরাহ সেবার গ্রস বিল এমাইন্ড এর উপর ২% হারে ৬,৩৪,৯১০ টাকা উৎসে কর কর্তনযোগ্য কিন্তু আয়কর কর্তন করা হয়েছে ৩,১২,৬৪০ টাকা। ফলে উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে (৬,৩৪,৯১০ - ৩,১২,৬৪০) = ৩,২২,২৭০ টাকা, যা আনুপাতিক হারে $(৩,২২,২৭০ \times ১০০ \div ২) = ১,৬১,১৩,৫০০$ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫২(এএ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৫৬,৩৯,৭২৫ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০২

শিরোনাম : এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃএরঅনুমোদনসীমার অতিরিক্ত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৪০,০৯,৩২,৭৫৬ (চল্লিশ কোটি নয় লক্ষ বত্রিশ হাজার সাতশত ছাপান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃএরঅনুমোদনসীমার অতিরিক্ত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৪০,০৯,৩২,৭৫৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৮ এ Bonus and Ex gratia বাবদ ৬৪,৩৮,৩৪,৬৮৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়। বেসিক স্যালারি বাবদ খরচ করা হয় ১২৭,০০,৬৫,২২৪ টাকা। উহার ভিত্তিতে মাসিক বেতন দাঁড়ায় $(১২৭,০০,৬৫,২২৪ \div ১২) = ১০,৫৮,৩৮,৭৬৯$ টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে দুইটি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ দাঁড়ায় $(১০,৫৮,৩৮,৭৬৯ \times ২) = ২১,১৬,৭৭,৫৩৮$ টাকা। অবশিষ্ট $(৬৪,৩৮,৩৪,৬৮৮ - ২১,১৬,৭৭,৫৩৮) = ৪৩,২১,৫৭,১৫০$ টাকা Incentive bonus বাবদ খরচ করা হয়েছে। এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত প্রফিট (বিফোর ট্যাক্স) ৪১৭,৭৪,৩৯,৯৯৪ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (জে) মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত প্রফিট (বিফোর ট্যাক্স) ৪১৭,৭৪,৩৯,৯৯৪ টাকার ১০% হারে $= ৪১,৭৭,৪৩,৯৯৯$ টাকা Incentive bonus বাবদ অননুমোদনযোগ্য। সুতরাং অননুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত $(৪৩,২১,৫৭,১৫০ - ৪১,৭৭,৪৩,৯৯৯) = ১,৪৪,১৩,১৫১$ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৭ Donation বাবদ ২,৭৯,৩২,৫০৭ টাকা এবং Subscription বাবদ ১,৪৩,১৬,৪৪৭ টাকা। সর্বমোট $(২,৭৯,৩২,৫০৭ + ১,৪৩,১৬,৪৪৭) = ৪,২২,৪৮,৯৫৪$ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক অনুদান, গিফট বা এ্যাওয়ার্ড বাবদ কোনো খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নহে। উহা অব্যবসায়িক খরচ বিধায় উক্ত খরচ কোম্পানির আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৩.৫ “Provision for diminution in value of share” বাবদ ১০১,২৪,৯১,৯১১ টাকা প্রভিশন করা হয়। প্রভিশনকৃত অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে খরচের খাত উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়। যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “২”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এবং ধারা ৩০ (জে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,

অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশনরিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রি: এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৪০,০৯,৩২,৭৫৬ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৩

শিরোনাম : গ্রামীণ ফোন লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৭,২২,৪৯,৩৭২ (সাত কোটি বাইশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার তিনশত বাহান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে গ্রামীণ ফোন লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৭,২২,৪৯,৩৭২ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যনুয়াল রিপোর্টের নোট-২১.১, Asset Retirement Obligations (ARO) খাতে চলতি বর্ষে Provision রাখা হয়েছে ৪৬,২৪,০০০ টাকা কিন্তু এর বিপরীতে উক্ত খাতে চলতি বর্ষে কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে খরচের জন্য অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যনুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০, Sales, Marketing & Commissions head এ Commissions বাবদ ১০৫৩,০২,৪১,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত দাবীকৃত খরচের বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(১) মোতাবেক কোন ব্যক্তিকে পণ্য বিতরণ বা বিপণন বাবদ পরিশোধিত Commission এর উপর হতে ১০% হারে ১০৫,৩০,২৪,১০০ টাকা উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। কর নথির সমর্থনে ২৯ টি চালানে কর্তন ও জমা হয়েছে ১০৩,৫৪,২৪,১৫৭ টাকা। উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে (১০৫,৩০,২৪,১০০ - ১০৩,৫৪,২৪,১৫৭) = ১,৭৫,৯৯,৯৪৩ টাকা, যা আনুপাতিক হারে $(১,৭৫,৯৯,৯৪৩ \times ১০০ \div ১০) = ১৭,৫৯,৯৯,৪৩০$ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “৩”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩ই (১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতঃ মামলাটি কর বিভাগীয় অডিটভুক্ত রয়েছে। উত্থাপিত নিরীক্ষা জিজ্ঞাসাপত্র পরীক্ষা করে অডিটভুক্ত মামলা নিষ্পত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৭,২২,৪৯,৩৭২ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৪

শিরোনাম : নাভানা লিমিটেডএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ১১,৯৭,৩০৬ (এগার লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিনশত ছয়) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে নাভানা লিমিটেডএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ১১,৯৭,৩০৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১২ Administration and Selling Expenses head এ Advertisement খাতে ১,৪১,০২,৪০৬ টাকা এবং ভ্যাট বাদে নীট (১,৪১,০২,৪০৬-১৫,৬৩,৫৩০) = ১,২৫,৩৮,৮৭৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়। উক্ত দাবীকৃত খরচের বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) মোতাবেক ৪% হারে ৫,০১,৫৫৫ টাকা উৎস কর কর্তনযোগ্য। উৎস কর কম কর্তন করা হয়েছে (৫,০১,৫৫৫-৩,৬৪,৭২০) = ১,৩৬,৮৩৫ টাকা, যা আনুপাতিক হারে $(১,৩৬,৮৩৫ \times ১০০ \div ৪) = ৩৪,২০,৮৭৫$ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “৪”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩ (কে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ১১,৯৭,৩০৬ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৫

শিরোনাম : ব্র্যাক ইপিএল ষ্টক ব্রোকারেজ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ১,২২,২২,৪৯৬ (এক কোটি বাইশ লক্ষ বাইশ হাজার চারশত ছিয়ানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে ব্র্যাক ইপিএল ষ্টক ব্রোকারেজ লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ১,২২,২২,৪৯৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৩, “Performance Bonus” বাবদ ২,১৮,৪১,৬১৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(ই) ১ অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৩, “Provision for bad debts” বাবদ ১,৩০,৭৯,৮০২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। প্রভিশনকৃত টাকা প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত খরচ। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে খরচের জন্য অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “৫”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩ই (১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ১,২২,২২,৪৯৬ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৬

শিরোনাম : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃএরঅনুমোদনসীমার অতিরিক্ত ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ২,০১,০১,০৩৯ (দুই কোটি এক লক্ষ এক হাজার উনচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃএরঅনুমোদনসীমার অতিরিক্ত ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ২,০১,০১,০৩৯ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের২০১৯-২০সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৭“Salary & Allowances & Contribution to P.FহেডেBasic Salary”বাবদ খরচ ১৩৬,৯৪,৩৩,৯২৫টাকা দাবি করা হয়েছে এবং Bonusবাবদ দাবি করা হয় ৬৮,৭৫,৭৩,২৪৯টাকা।Salaryভিত্তিতে মাসিক বেতন দাঁড়ায় $(১৩৬,৯৪,৩৩,৯২৫ \div ১২) = ১১,৪১,১৯,৪৯৪$ টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতেদুইটি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ দাঁড়ায় $(১১,৪১,১৯,৪৯৪ \times ২) = ২২,৮২,৩৮,৯৮৮$ টাকা।অবশিষ্ট $(৬৮,৭৫,৭৩,২৪৯ - ২২,৮২,৩৮,৯৮৮) = ৪৫,৯৩,৩৪,২৬২$ টাকাIncentive Bonus বাবদ খরচ করা হয়েছে। এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত প্রফিট (বিফোর ট্যাক্স) ৪০৫,৭৩,১৪,৯০৯ টাকা।আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এরধারা৩০ (জে)মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত প্রফিট (বিফোর ট্যাক্স) ৪০৫,৭৩,১৪,৯০৯ টাকার ১০%হারে৪০,৫৭,৩১,৪৯১ টাকাIncentive Bonus অনুমোদনযোগ্য।সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত $(৪৫,৯৩,৩৪,২৬২ - ৪০,৫৭,৩১,৪৯১) = ৫,৩৬,০২,৭৭১$ টাকাপ্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য।[বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট“৬”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এরধারা৩০ (জে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণসম্পদবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশনরিপোর্টপ্রেসরণকরা হয় এবং জবাবপ্রেসরণেরজন্যবিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমেসিনিয়রসচিব, অভ্যন্তরীণসম্পদবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ২,০১,০১,০৩৯ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৭

শিরোনাম : নিউজিল্যান্ড ডেইরী প্রোডাক্টস বাংলাদেশ লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৩,৯০,০২,৯৪৩ (তিন কোটি নব্বই লক্ষ দুই হাজার নয়শত তেতাল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে নিউজিল্যান্ড ডেইরী প্রোডাক্টস বাংলাদেশ লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৩,৯০,০২,৯৪৩ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২১: Selling & Distribution head এ Advertisement খাতে ৮,২৮,১৭,৬০১ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত দাবীকৃত খরচের বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) মোতাবেক ৪% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়নি। ফলে উক্ত দাবীকৃত খরচ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২: Administrative Expenses head এ Provision for Bad debts খাতে ২,৮৬,১৯,৩৮০ টাকা ব্যয় দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “৭”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩(কে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৩,৯০,০২,৯৪৩ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৮

শিরোনাম : ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ২,৩৭,৩১,৮৯৬ (দুই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশত ছিয়ানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ২,৩৭,৩১,৮৯৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৩ Donation বাবদ ৪,৩৮,৬৯,৫৭০ টাকা এবং Subscription বাবদ ৮১,৮২,৪৬৭ টাকা, সর্বমোট (৪,৩৮,৬৯,৫৭০ + ৮১,৮২,৪৬৭) = ৫,২০,৫২,০৩৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী অনুদান, গিফট বা চাঁদা বাবদ এ ধরনের খরচ বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৩ Meeting Expenses বাবদ ১,৪০,৬৪,২৩৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “৮”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫২(এএ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে। দাখিলকৃত উৎসে কর কর্তনের প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হলো। প্রমাণাদির আলোকে অডিট আপত্তি হতে বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে উৎসে কর কর্তনের প্রমাণাদি উপস্থাপন করার কথা বলা হলেও নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ২,৩৭,৩১,৮৯৬ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ০৯

শিরোনাম : শেখ আকিজ উদ্দিন লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ১৯,৭৪,১৫০ (উনিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে শেখ আকিজ উদ্দিন লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ১৯,৭৪,১৫০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৮, Subscription & Donation বাবদ ২৮,৭৫,২৫০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী অনুদান, গিফট বা চাঁদা বাবদ এ ধরনের খরচ বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৮ “Legal & Professional expenses” বাবদ ১৫,১১,৭৫০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “৯”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫২(এএ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ১৯,৭৪,১৫০ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১০

শিরোনাম : সীমান্ত ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৫৭,৬৫,২৩০ (সাতাল্ল লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশত ত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে সীমান্ত ব্যাংক লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৫৭,৬৫,২৩০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৩.৪, “Provision for Off Balance Sheet Exposures” বাবদ চলতি বর্ষে প্রভিশন করা হয়েছে ৬৫,৬৭,৩০৩ টাকা। প্রভিশনকৃত টাকা প্রকৃত খরচ নয় অনুমিত খরচ। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়, যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারাবিযোজন অননুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৬ “Printing & Stationary” বাবদ ৩৩,৩৩,১৯৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬(এ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসেকর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৬ “Publicity & Advertisement” বাবদ ৫৪,৭৩,৪৪৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসেকর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১০”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ১৬(এ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৫৭,৬৫,২৩০ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১১

শিরোনাম : ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৮,০৬,৩০,৪৫০ (আট কোটি ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৮,০৬,৩০,৪৫০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ “Publicity & Advertisement” বাবদ ১০,৪৫,১৭,৩০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (কে) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর্তনযোগ্য। উৎসেকর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ “Printing & Stationary” বাবদ ৫,১৯,৪৪,৭৭০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৬% হারে উৎসে কর্তনযোগ্য। উৎসেকর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ “Business development” expenses বাবদ ৫,৮৫,৫২,৪৬২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (ই) (২) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১১”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫৩ (ই) (২), ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৮,০৬,৩০,৪৫০ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১২

শিরোনাম : ব্র্যাক ব্যাংক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ১০,৮০,৬৯,৬৫৬ (দশ কোটি আশি লক্ষ উনসত্তর হাজার ছয়শত ছাপান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ১০,৮০,৬৯,৬৫৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৮ “Other Expenses” head এ “Salaries and allowance” “Outsourcing Staff” বাবদ ৩১,২৯,৩৫,৫৬৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে; যা জনশক্তি সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য উক্ত দাবীকৃত “Outsourcing Staff” খরচ এর মধ্যে করদাতা কর্তৃক Executive এবং Support Staff বাবদ সর্বমোট (৮৮,২৩,৭৫১+৯১,১৫,৬৯৭ + ৮৪,৭৯,৯৬৬) = ২,৬৪,১৯,৪১৪ টাকা খরচের সমর্থনে প্রমাণাদি দাখিল করা হয়েছে। অবশিষ্ট (৩১,২৯,৩৫,৫৬৩ - ২,৬৪,১৯,৪১৪) = ২৮,৬৫,১৬,১৪৯ টাকার উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৮ “Business Promotion & Development” বাবদ ১৩,৫৮,৮০,৭২৪ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে এবং ভ্যাট বাদে (১৩,৫৮,৮০,৭২৪ - ৩২,৯৮,১২৯) = ১৩,২৫,৮২,৫৯৫ টাকা নীট খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (ই)(২) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ১৯,৮৮,৭৩৯ টাকা। উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে (১৯,৮৮,৭৩৯ - ১৯,৬৩,৬৯৫) = ২৫,০৪৪ টাকা যা আনুপাতিক হারে (২৫,০৪৪ × ১০০ ÷ ১.৫) = ১৬,৬৯,৬০০ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১২”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২(এএ) এবং ধারা ৫৩ (ই)(২) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ১০,৮০,৬৯,৬৫৬ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৩

শিরোনাম : দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৪০,৪৯,৬৮৪ (চল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত চুরাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ করবর্ষে দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৪০,৪৯,৬৮৪ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০ “Business development expenses” বাবদ ১,১০,২৩,১২৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (ই)(২) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৩”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩ (ই)(২) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৪০,৪৯,৬৮৪ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৪

শিরোনাম : মার্কেটাইলব্যাক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৬,৬৮,১৭,৬৭২ (ছয় কোটি আটষাট লক্ষ সতের হাজার ছয়শত বাহাশতর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে মার্কেটাইলব্যাক লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৬,৬৮,১৭,৬৭২ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১২.২.১ “Provision for Good Borrower Rebate” বাবদ ১,০০,০০,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয়। প্রভিশনকৃত টাকা প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত খরচ। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে খরচের জন্য অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ ধারায় ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৯ “Business Development” বাবদ ৪,৭৩,০২,৩০৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ (ই)(২) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৪ “Professional Service Fees” বাবদ ২,৫১,৯৫,৩৯৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৪”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ (এএ) এবং ধারা ৫৩ (ই)(২) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৬,৬৮,১৭,৬৭২ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৫

শিরোনাম : আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ১৬,৪৬,৮৭,২৯০ (ষোল কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত নব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) ঢাকা, কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ১৬,৪৬,৮৭,২৯০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৬.২ ও ২২ “Agent Prizes & Award” বাদে সর্বমোট খরচ দাবি করা হয় $(১৯,১৩,৬৯,১১৭ + ২২,০৩,৪৯,১০৯) = ৪১,১৭,১৮,২২৬$ টাকা, যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের খরচ বিয়োজন অননুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৫”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ১৬,৪৬,৮৭,২৯০ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৬

শিরোনাম : আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৫৮,৬১,০৭৮ (আটাল লক্ষ একষট্টি হাজার আটাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৫৮,৬১,০৭৮ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৮ “Stationary & Printing” খাতে ৬,৩৪,৯৪,৭২২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। উক্ত দাবীকৃত খরচের মধ্যে Cost of printing, Supplies from various vendors বাবদ নীট করযোগ্য ব্যয় ২,৭২,৭২,০৭৭ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ১৩,৬৩,৬০৪ টাকা। প্রমাণাদি দাখিলের সমর্থনে উৎসে করকম কর্তন করা হয়েছে (১৩,৬৩,৬০৪ - ৫,৮২,১২৭) = ৭,৮১,৪৭৭ টাকা, যা আনুপাতিক হারে $(৭,৮১,৪৭৭ \times ১০০ \div ৫) = ১,৫৬,২৯,৫৪০$ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৬”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে। বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৫৮,৬১,০৭৮ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৭

শিরোনাম : মদিনা সিমেন্ট লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৯৭,০২,৭৫১ (সাতানব্বই লক্ষ দুই হাজার সাতশত একান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে মদিনা সিমেন্ট লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৯৭,০২,৭৫১ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২ “Sales Promotion” বাবদ ৬৫,৫৭,৮৭৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(ই)(১) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২০.৫ “Labour Charge” বাবদ ১,৯৮,৩৭,৩০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত জনশক্তি সরবরাহ সেবার গ্রস বিল এমাইন্টের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২০.৫ Carriage Inwards Expenses বাবদ ১৩,২৬,৯৭০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৩% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৭”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২(এএ) এবং ধারা ৫৩(ই)(১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় বিষয়টি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৯৭,০২,৭৫১ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৮

শিরোনাম : গ্রীন ডেল্টা লাইফ ইস্যুরেন্স কোং লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ২০,৫২,৫৪,৫৮১ (বিশ কোটি বায়াম লক্ষ চুয়াম হাজার পাঁচশত একাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয় এর ২০১৯-২০ কর বর্ষে গ্রীন ডেল্টা লাইফ ইস্যুরেন্স কোং লিঃএর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ২০,৫২,৫৪,৫৮১ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৮.২.৬ঃ Fire, Marine, Motor & Miscellaneous Insurance Revenue Account এ “Agency Commission” বাবদ সর্বমোট খরচ দাবি করা হয় (২৫,২৫,৯০,২৩৫+১৯,২৫,৩৩,৭৬৭+২,৬৭,৯৬,৮৭৬+৭,৫৪,২৪,৬৭১) = ৫৪,৭৩,৪৫,৫৪৯ টাকা, যা বীমা Commission হিসেবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(জি) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট “১৮”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩(জি) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

করদাতা কোম্পানী ৮২ বিবি ধারায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছে বিধায় উত্থাপিত আপত্তি পরীক্ষা করে পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আপত্তি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইমপেকশন রিপোর্ট প্রেরণ করা হয় এবং জবাব প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারাসমূহের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাবে বিষয়টি পরীক্ষান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো কার্যক্রমের ফলাফল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ২০,৫২,৫৪,৫৮১ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ- ১৯

শিরোনাম : এম.এম. ইস্পাহানী লিঃ এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৩,৫৪,৯৫,০৭৭ (তিন কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাতাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন অতিরিক্ত কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), চট্টগ্রামকার্যালয় এর ২০১৯-২০কর বর্ষেএম.এম.ইস্পাহানী লিঃ এরঅননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় ৩,৫৪,৯৫,০৭৭ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের২০১৯-২০সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের General Department এরExpenses হেডেRepairs & Maintenance Buildingবাবদ২৭,২৭,২৩১টাকা খরচদাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এরধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি১৬ (এ)অনুযায়ী দাবীকৃতখরচের উপর ৪%হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা৩০ (এএ)মোতাবেকউক্তখরচঅননুমোদনযোগ্যখরচ হিসাবে গণ্যএবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
- এ্যানুয়াল রিপোর্টের Pahartali Textiles & Hosiery Mills Ltd. এর Manufacturing Overhead হেডেRepair & Maintenance Plant & Machineryবাবদ ৯,৮৬,৮৭,২৭৫ টাকা খরচদাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এরধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি১৬ (এ)অনুযায়ী দাবীকৃতখরচের উপর ৬%হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা৩০ (এএ)মোতাবেকউক্তখরচঅননুমোদনযোগ্যখরচ হিসাবে গণ্যএবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। [বিস্তারিত ২য় অংশের পরিশিষ্ট“১৯”]

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এরধারা৩০ (এএ), ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নম্বর -০৮.০১.০০০০.০৩৮.০১.০৪৫.২০১৯/১৬৭(১-৩১), তারিখ: ২২/০৮/২০১৯ খ্রি: মূলে পত্রের। ৪র্থ অনুচ্ছেদে (ক) উপ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরকে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬৩(১) (জি) অনুযায়ী শুধুমাত্র কর পরিগণনা (আই.টি-৩০), দাবীনামা (আ.ই.টি-১৫) ও সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার নিরীক্ষার সুযোগ দিতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত নিরীক্ষা টিম জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর্যুক্ত পত্রের নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের বিপরীতে অডিট আপত্তি প্রদান না করায় এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং ৫১৫১ অব ২০১৫ এর রায় স্বপক্ষে উত্থাপিত অডিট আপত্তির বিপরীতে কোনো জবাব প্রদান করা হইল না।

আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে স্মারক নং- ৮২.০৮.২০২০.০৭৪.০১.০১৭.২০-১০ তারিখ: ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণসম্পদবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবরে ১ মাস সময় দিয়ে অডিট ইন্সপেকশনরিপোর্টপ্রেসরণকরা হয় এবং জবাবপ্রেসরণেরজন্যবিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জবাব প্রেরণ না করায় স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০১৭.২০.১৭ তারিখ: ০৪/০২/২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমেসিনিয়রসচিব, অভ্যন্তরীণসম্পদবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নম্বর -০৮.০১.০০০০.০৩৮.০১.০৪৫.২০১৯/১৬৭(১-৩১), তারিখ: ২২/০৮/২০১৯ খ্রিঃ স্মারকের প্রেক্ষিতে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং ১৩/সেক্রে-২/রাজস্ব-৪/বিবিধ প্রশা যোগাযোগ/২০১৯/২৬ তারিখঃ ১০/১০/২০১৯ খ্রিঃপত্রের মাধ্যমে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬৩ (৩)(এফ)এবং ১৬৩ (৩)(জি)মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ড নিরীক্ষাকে সরবরাহ করারনির্দেশনাসহ সূত্রস্থ পত্র বাতিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত ধারা এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর উল্লিখিত বিধির ব্যত্যয়ঘটিয়ে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত আয়কর বাবদ ৩,৫৪,৯৫,০৭৭ টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

তারিখ: ২২. ১১. ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ১
০৭.০৬.২০২২ খ্রিস্টাব্দ ১


মোঃ বদিউজ্জামান
মহাপরিচালক
রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৮৩৯২৬০০

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଂଶ

ପରିଶିଷ୍ଟସମୂହ

প্রতিষ্ঠানের নাম : সানোফি বাংলাদেশ লিঃ

টিআইএন : ১৭৫৫৯৭৩৪৮৬৪২

আয়বর্ষ : ০১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৪/১১/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতাকর্তৃকরিটার্নে প্রদর্শিতমোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৭১,১৩,৮৫,৮৮৯/-	৭১,১৩,৮৫,৮৮৯/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট- ২৯.২, ৩০.১ ও ৩০.২ এ "Casual Staff expenses" বাবদ সর্বমোট (২,১০,১১,১২৩ + ৮৪,১৮,৮৮৫+২৩,১৫,৪৭৭) = ৩,১৭,৪৫,৪৮৫টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী জনশক্তি সরবরাহ সেবার গ্রস বিল এমাইন্ট এর উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ৬,৩৪,৯১০ টাকা। কিন্তু আয়কর কর্তন করা হয়েছে ৩,১২,৬৪০ টাকা ফলে উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে (৬,৩৪,৯১০- ৩,১২,৬৪০)=৩,২২,২৭০ টাকা; যা আনুপাতিক হারে (৩,২২,২৭০×১০০÷২) = ১,৬১,১৩,৫০০ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৬১,১৩,৫০০/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ) =	৭২,৭৪,৯৯,৩৮৯/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ)ঃ (১,৬১,১৩,৫০০/-×৩৫%) =	৫৬,৩৯,৭২৫/-
(ঙ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	*২৬,২২,৪৭,৩৬৮/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ+ঙ) =	২৬,৭৮,৮৭,০৯৩/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ-ঙ) =	৫৬,৩৯,৭২৫/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর:

(১) ব্যবসা হতে আয় = ৭১,১৩,৮৫,৮৮৯/- × ৩৫% = ২৪,৮৯,৮৫,০৬১/-

(+) সেকশন ৩০ (বি) অনুযায়ী ট্যাক্স দায় = ৩,৭৮,৯২,৩০৭/- × ৩৫% = ১,৩২,৬২,৩০৭/-

*মোট করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর = (২৪,৮৯,৮৫,০৬১ + ১,৩২,৬২,৩০৭) = ২৬,২২,৪৭,৩৬৮/-

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫২(এএ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম : এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
টিআইএন : ২১১২০১১৮৫৪
আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ
পর্যায় : কোম্পানি
ধারা : ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১০/০৭/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয়=৪৪২,৯৪,৭৪,২৩৫/- (২) লভ্যাংশ আয় =৬,৭৬,৩১,৭৭৩/- (৩) নমিনাল ভ্যালু অফ বোনাস শেয়ার = ২১,২৫,৯০,২৪৮/-	৪৭০,৯৬,৯৬,২৫৬/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৮ এ Bonus and Ex gratia বাবদ ৬৪,৩৮,৩৪,৬৮৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়। বেসিক স্যালারি বাবদ খরচ করা হয় ১২৭,০০,৬৫,২২৪ টাকা। উহার ভিত্তিতে মাসিক বেতন দাঁড়ায় $(১২৭,০০,৬৫,২২৪ \div ১২) = ১০,৫৮,৩৮,৭৬৯$ টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে দুইটি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ দাঁড়ায় $(১০,৫৮,৩৮,৭৬৯ \times ২) = ২১,১৬,৭৭,৫৩৮$ টাকা। অবশিষ্ট $(৬৪,৩৮,৩৪,৬৮৮ - ২১,১৬,৭৭,৫৩৮) = ৪৩,২১,৫৭,১৫০$ টাকা Incentive bonus বাবদ খরচ হিসেবে বিবেচিত। এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত প্রফিট (বিফোর ট্যাক্স) ৪১৭,৭৪,৩৯,৯৯৪ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (জে) মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত প্রফিট (বিফোর ট্যাক্স) ৪১৭,৭৪,৩৯,৯৯৪ টাকার ১০% হারে $= ৪১,৭৭,৪৩,৯৯৯$ টাকা Incentive bonus বাবদ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত $(৪৩,২১,৫৭,১৫০ - ৪১,৭৭,৪৩,৯৯৯) = ১,৪৪,১৩,১৫১$ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৪৪,১৩,১৫১/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৭ Donation বাবদ ২,৭৯,৩২,৫০৭ টাকা এবং Subscription বাবদ ১,৪৩,১৬,৪৪৭ টাকা। সর্বমোট $(২,৭৯,৩২,৫০৭ + ১,৪৩,১৬,৪৪৭) = ৪,২২,৪৮,৯৫৪$ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক অনুদান, গিফট বা এ্যাওয়ার্ড বাবদ কোনো খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নহে। উহা অব্যবসায়িক খরচ বিধায়, উক্ত খরচ কোম্পানির আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৪,২২,৪৮,৯৫৪/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৩.৫ “Provision for diminution in value of share” বাবদ ১০১,২৪,৯১,৯১১ টাকা প্রভিশন করা হয়। প্রভিশনকৃত অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে খরচের খাত উল্লেখ করা হয়নি। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ	১০১,২৪,৯১,৯১১/-

	বিয়োজনঅনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য ।	
১	২	৩
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়(ক+খ+গ+ঘ) =	৫৭৭,৮৮,৫০,২৭২/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ+ঘ) : (১০৬,৯১,৫৪,০১৬/-X ৩৭.৫০%) =	৪০,০৯,৩২,৭৫৬/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	*১৬৭,৪৫,৭৯,১৯৩/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ) =	২০৭,৫৫,১১,৯৪৯/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ-ছ) =	৪০,০৯,৩২,৭৫৬/-

ব্যাখ্যা:আয়করপরিপত্র২০১৯-২০অনুযায়ীসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫%হারে আয়কর ধরা হয়েছে ।

অনিয়মের কারণ:আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এরধারা ২৯ এবংধারা ৩০ (জে)এর লঙ্ঘন ।

প্রতিষ্ঠানের নাম : গ্রামীণ ফোন লিঃ

টিআইএন : ১৪৮৪৮৩৫৭৫১৯১

আয়বর্ষঃ ০১/০১/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি/আদার (সেকশন-৭৮)

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখঃ ২৯/০৬/২০২০ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃকরিটার্নে প্রদর্শিতমোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয়= ৬৩৪২,০৬,৬৮,৭১৩/-	৬৩৪২,০৬,৬৮,৭১৩/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২১.১, Asset Retirement Obligations (ARO) খাতে চলতিবর্ষে Provision রাখা হয়েছে ৪৬,২৪,০০০ টাকা কিন্তু এর বিপরীতে উক্ত খাতে চলতি বর্ষে কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে খরচের জন্য অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৪৬,২৪,০০০/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০, Sales, Marketing & Commissions head এ Commissions বাবদ ১০৫৩,০২,৪১,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত দাবীকৃত খরচের বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(১) মোতাবেক কোন ব্যক্তিকে পণ্য বিতরণ বা বিপণন বাবদ পরিশোধিত Commission এর উপর হতে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য ১০৫,৩০,২৪,১০০ টাকা। কর নথির সমর্থনে ২৯ টি চালানে কর্তন ও জমা হয়েছে ১০৩,৫৪,২৪,১৫৭ টাকা। ফলে উৎসে কম কর্তন করা হয়েছে (১০৫,৩০,২৪,১০০-১০৩,৫৪,২৪,১৫৭)= ১,৭৫,৯৯,৯৪৩ টাকা যা আনুপাতিক হারে (১,৭৫,৯৯,৯৪৩×১০০÷১০)= ১৭,৫৯,৯৯,৪৩০ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১৭,৫৯,৯৯,৪৩০/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়(ক+খ+গ) =	৬৩৬০,১২,৯২,১৪৩/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর = (১৮,০৬,২৩,৪৩০/- × ৪০%) =	৭,২২,৪৯,৩৭২/-
(চ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৫৩৬,৮২,৬৭,৪৮৫/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ+চ) =	২৫৪৪,০৫,১৬,৮৫৭/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ-চ) =	৭,২২,৪৯,৩৭২/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩ই (১) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম : নাতানা লিমিটেড
টিআইএন : ২৪৮০৪৬৯৭৮৩৬৫
আয়বর্ষ : ০১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ
পর্যায় : কোম্পানি
ধারা : ৮২বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ২৯/০৬/২০২০ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৫৩,৬৮,০১,০৮০/-	৫৩,৬৮,০১,০৮০/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট- ১২ Administration and Selling Expenses head এ Advertisement খাতে ১,৪১,০২,৪০৬ টাকা এবং ভ্যাট বাদে নীট (১,৪১,০২,৪০৬ - ১৫,৬৩,৫৩০) = ১,২৫,৩৮,৮৭৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়। উক্ত দাবীকৃত খরচের বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩কে মোতাবেক ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ৫,০১,৫৫৫ টাকা। উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে ৩,৬৪,৭২০ টাকা। ফলে উৎসে আয়কর কম কর্তন করা হয়েছে (৫,০১,৫৫৫ - ৩,৬৪,৭২০) = ১,৩৬,৮৩৫ টাকা যা আনুপাতিক হারে (১,৩৬,৮৩৫ × ১০০ ÷ ৪) = ৩৪,২০,৮৭৫ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ মোতাবেক উক্ত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য (এএ) এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৩৪,২০,৮৭৫/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ) =	৫৪,০২,২১,৯৫৫/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ) : (৩৪,২০,৮৭৫/- × ৩৫%) =	১১,৯৭,৩০৬/-
(ঙ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১৮,৭৮,৮০,৩৭৮/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ+ঙ) =	১৮,৯০,৭৭,৬৮৪/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ-ঙ) =	১১,৯৭,৩০৬/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩(কে) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম প্র্যাক ইপিএল ষ্টক ব্রোকারেজ লিঃ

টিআইএন : ৫৪৯২১১৫৪১৭৮৭

আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ২৮/১০/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) মিনিমাম ট্যাক্স ইনকাম = ১৩,২২,৫০,৬৪৬/- (২) ব্যবসা হতে আয় = ৯৪,৩২,৫১২/- (৩) মূলধনী লাভ = ৩,১২,৪০,৮৫৭/- (৪) ব্যাংক সুদ = ১,৪৩,২২,৩৮৫/- (৫) সহযোগী প্রতিষ্ঠান এর ইকুইটি হতে মুনাফা = ১,৪৩,৩৮৯/- (৬) লভ্যাংশ আয় = ২,১৮,৯৫,৮৮৭/- (৭) স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে লাভ = ২৫,৪৬,২১৪/-	২১,১৮,৩১,৮৯০/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৩, “Performance Bonus” বাবদ ২,১৮,৪১,৬১৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(ই) ১ অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২,১৮,৪১,৬১৫/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৩, “Provision for bad debts” বাবদ ১,৩০,৭৯,৮০২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। প্রভিশনকৃত টাকা প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত খরচ। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে খরচের জন্য অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৩০,৭৯,৮০২/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ) =	২৪,৬৭,৫৩,৩০৭/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ) : (৩,৪৯,২১,৪১৭/- X ৩৫%) =	১,২২,২২,৪৯৬/-
(চ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৭,৭৭,৪৭,৯৫৮/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ+চ) =	৮,৯৯,৭০,৪৫৪/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ-চ) =	১,২২,২২,৪৯৬/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫৩ই (১) এবং ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

টি আই এন : ১৯৩৫৪৮৮৪২৪০০

আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৩/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৪৯৩,৭১,৫৮,০৭৩/- (২) লভ্যাংশ আয় = ১,৫৬,৫১,৮৩৫/- (৩) মূলধনী লাভ = ৫৫,৪৭,৯৭৮/-	৪৯৫,৮৩,৫৭,৮৮৬/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৭ Salary & Allowances & Contribution to P.F হেডে Basic Salary বাবদ খরচ ১৩৬,৯৪,৩৩,৯২৫ টাকা দাবি করা হয়েছে এবং Bonus বাবদ দাবি করা হয় ৬৮,৭৫,৭৩,২৪৯ টাকা। Salary ভিত্তিতে মাসিক বেতন দাঁড়ায় $(১৩৬,৯৪,৩৩,৯২৫ \div ১২) = ১১,৪১,১৯,৪৯৪$ টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে দুইটি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ দাঁড়ায় $(১১,৪১,১৯,৪৯৪ \times ২) = ২২,৮২,৩৮,৯৮৮$ টাকা। অবশিষ্ট $(৬৮,৭৫,৭৩,২৪৯ - ২২,৮২,৩৮,৯৮৮) = ৪৫,৯৩,৩৪,২৬২$ টাকা Incentive Bonus বাবদ খরচ হিসেবে বিবেচিত। এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত প্রফিট (বিফোর ট্যাক্স) ৪০৫,৭৩,১৪,৯০৯ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (জে) মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত এ্যানুয়াল রিপোর্টে প্রদর্শিত প্রফিট (বিফোর ট্যাক্স) ৪০৫,৭৩,১৪,৯০৯ টাকার ১০% হারে ৪০,৫৭,৩১,৪৯১ টাকা Incentive Bonus অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত $(৪৫,৯৩,৩৪,২৬২ - ৪০,৫৭,৩১,৪৯১) = ৫,৩৬,০২,৭৭১$ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫,৩৬,০২,৭৭১/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়(ক+খ) =	৫০১,১৯,৬০,৬৫৭/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ) : $(৫,৩৬,০২,৭৭১/- \times ৩৭.৫\%) =$	২,০১,০১,০৩৯/-
(ঙ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১৮৫,৫১,১৯,৪৪২/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ+ঙ) =	১৮৭,৫২,২০,৪৮১/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ-ঙ) =	২,০১,০১,০৩৯/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৩০ (জে) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম : নিউজিল্যান্ড ডেইরী প্রোডাক্টস বাংলাদেশ লিঃ

টি আই এন : ২৫০২৬৫৪৬৮১৮২

আয়বর্ষ : ০১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৫/০১/২০২০খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃকরিটার্নে প্রদর্শিতমোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৫৩,২৯,৯০,৬৮৫/-	৫৩,২৯,৯০,৬৮৫/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট -২১ %Selling & Distribution head এAdvertisementখাতে ৮,২৮,১৭,৬০১ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত দাবীকৃত খরচের বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩ (কে) ধারা মোতাবেক ৪% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়নি। ফলে উক্ত দাবীকৃত খরচ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৮,২৮,১৭,৬০১/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২ %Administrative Expenses head এProvision for Bad debtsখাতে২,৮৬,১৯,৩৮০ টাকা ব্যয় দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজনঅনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২,৮৬,১৯,৩৮০/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ) =	৬৪,৪৪,২৭,৬৬৬/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর : (১১,১৪,৩৬,৯৮১/-×৩৫%) =	৩,৯০,০২,৯৪৩/-
(চ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১৮,৬৫,৪৬,৭৪০/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ+চ) =	২২,৫৫,৪৯,৬৮৩/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ-ঙ) =	৩,৯০,০২,৯৪৩/-

ব্যাখ্যা:আয়করপরিপত্র২০১৯-২০অনুযায়ীসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৫%হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এরধারা ২৯, ধারা৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩(কে) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম : ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ
টিআইএন : ৭৯৬৭৩৯৮৫২০৭৩
আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ
পর্যায় : কোম্পানি
ধারা : ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ২৩৩,৬০,৭৩,৯০৪/- (২) লভ্যাংশ আয় = ৪৮,৩৭,৯৬৩/- (৩) মূলধনী লাভ = ১,৩৫,০০০/-	২৩৪,১০,৪৬,৮৬৭/-
(খ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৩ Donation বাবদ ৪,৩৮,৬৯,৫৭০ টাকা এবং Subscription বাবদ ১,৮২,৪৬৭ টাকাসহ সর্বমোট (৪,৩৮,৬৯,৫৭০ + ১,৮২,৪৬৭) = ৫,২০,৫২,০৩৭ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের অনুদান, গিফট বা চাঁদা বাবদ এ ধরনের খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫,২০,৫২,০৩৭/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৩ Meeting Expenses বাবদ ১,৪০,৬৪,২৩৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৪০,৬৪,২৩৩/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ) =	২৪০,৭১,৬৩,১৩৭/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ) : (৬,৬১,১৬,২৭০/- × ৩৭.৫০%) =	**২,৪৭,৯৩,৬০১/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৮৭,৬৫,৩৮,৫১০/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ+ছ) =	৯০,১৩,৩২,১১১/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	৮৭,৭৬,০০,২১৫/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ-ঝ) =	*২,৩৭,৩১,৮৯৬/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

*নোট: ২০১৮-১৯ করবর্ষে আয়কর অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (৮৭,৭৬,০০,২১৫ - ৮৭,৬৫,৩৮,৫১০) = ১০,৬১,৭০৫ টাকা যা করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ (২,৩৭,৩১,৮৯৬ + ১০,৬১,৭০৫) = **২,৪৭,৯৩,৬০১ টাকা।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ২৯, ধারা ৫২(এএ) এবং ৩০ (এএ) ধারা এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ শেখ আকিজ উদ্দিন লিঃ

টিআইএন : ৩১৫৭৪২৮৬৩৭০৬

আয়বর্ষ : ০১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১৯খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

পর্যায়ঃ কোম্পানি

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখঃ ২৯/০৬/২০২০ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃকরিটার্নে প্রদর্শিতমোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৩৩,৩৪,১৫,১২৬/- (২) মূলধনী লাভ= ৭৪৫৪,৩৫,৯৪,৩৩৩/-	৭৪৮৭,৭০,০৯,৪৫৯/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট- ১৮, Subscription & Donationবাবদ ২৮,৭৫,২৫০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের অনুদান, গিফট বা চাঁদা বাবদ এ ধরনের খরচ বিয়োজনানুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৮,৭৫,২৫০/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৮“Legal & Professional expenses” বাবদ ১৫,১১,৭৫০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ (এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১৫,১১,৭৫০/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়(ক+খ+গ) =	৭৪৮৮,১৩,৯৬,৪৫৯/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ) : (৪৩,৮৭,০০০/-X৪৫%) =	১৯,৭৪,১৫০/-
(চ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১১২৫,৯২,৯৫,২৬৪/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ+চ) =	১১২৬,১২,৬৯,৪১৪/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ-চ) =	১৯,৭৪,১৫০/-

ব্যাখ্যা: আয়করপরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫২ (এএ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম : সীমান্ত ব্যাংক লিঃ
টিআইএন : ২১৮৮২২৭৫৯১৪৩
আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০১৮খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ
পর্যায় : কোম্পানি
ধারা : ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৫/০৭/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃকরিটার্নে প্রদর্শিতমোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ১৩,০৭,৭৩,৯৯৯/- (২) সিকিউরিটিজ সুদ হতে আয় = ৩,৪১,৩৫,৬২৩/- (৩) লভ্যাংশ আয় = ১,০৪,১২,১৮৮/-	১৭,৫৩,২১,৮১০/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট- ১৩.৪, “Provision for Off Balance Sheet Exposures” বাবদ চলতি বর্ষে প্রভিশন করা হয়েছে ৬৫,৬৭,৩০৩টাকা। প্রভিশনকৃত টাকা প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত খরচ। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচবিরয়োজনানুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৬৫,৬৭,৩০৩/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট- ২৬“Printing & Stationary” বাবদ ৩৩,৩৩,১৯৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এরধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি১৬(এ)অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৪%হারে উৎসে কর্তনযোগ্য। উৎসেকর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা৩০ (এএ)মোতাবেকউক্তখরচঅননুমোদনযোগ্যখরচ হিসাবে গণ্যএবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৩৩,৩৩,১৯৫/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৬“Publicity & Advertisement” বাবদ ৫৪,৭৩,৪৪৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এরধারা ৫৩(কে)অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৪%হারে উৎসে কর্তনযোগ্য। উৎসেকর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা৩০ (এএ)মোতাবেকউক্তখরচঅননুমোদনযোগ্যখরচ হিসাবে গণ্যএবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫৪,৭৩,৪৪৯/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়(ক+খ+গ+ঘ) =	১৯,০৬,৯৫,৭৫৭/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ) : (১,৫৩,৭৩,৯৪৭/-×৩৭.৫%) =	৫৭,৬৫,২৩০/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৬,৩৯,২৩,৫৪৬/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ) =	৬,৯৬,৮৮,৭৭৬/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ-ছ) =	৫৭,৬৫,২৩০/-

ব্যাখ্যা: আয়করপরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫৩ (কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ১৬(এ) এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নং- ১১
পরিশিষ্ট: ১১

প্রতিষ্ঠানের নাম : ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ

টিআইএন : ৩৫৭৭৭৭৩২৮৫৪৮

আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৩১৮,১৯,৩৩,৬০৬/- (২) লভ্যাংশ আয় = ১,১০,৩২,২৪৯/-	৩১৯,২৯,৬৫,৮৫৫/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ “Publicity & Advertisement” বাবদ ১০,৪৫,১৭,৩০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(কে) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর্তনযোগ্য। উৎসেকর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১০,৪৫,১৭,৩০০/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ “Printing & Stationary” বাবদ ৫,১৯,৪৪,৭৭০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৬% হারে উৎসেকর কর্তনযোগ্য। উৎসেকর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫,১৯,৪৪,৭৭০/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ “Business development” expenses বাবদ ৫,৮৫,৫২,৪৬২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(ই) ২ অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫,৮৫,৫২,৪৬২/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ) =	৩৪০,৭৯,৮০,৩৮৭/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ+ঘ) : (২১,৫০,১৪,৫৩২/- × ৩৭.৫%) =	৮,০৬,৩০,৪৫০/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১১৯,৫৪,৩১,৫৫২/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ) =	১২৭,৬০,৫২,০০২/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ-ছ) =	৮,০৬,৩০,৪৫০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২, ধারা ৫৩ (ই) (২), ধারা ৫৩(কে) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নামঃ ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ
টিআইএন : ১৮৬৪৭৭৮৩৮৯৫৩
আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ
পর্যায় : কোম্পানি
ধারা : ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৫৩০,৬৪,৬২,৯৩৮/- (২) সিকিউরিটিজ সুদ হতে আয় = ১৩৬,০৫,১১,৫০৭/- (৩) লভ্যাংশ আয় = ১১,৬১,৬৪,৫৬৬/- (৪) মূলধনী লাভ = ৭,১৮,৩৪,৭৭৩/-	৬৮৫,৪৯,৭৩,৭৮৪/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৮“Other Expenses head এ“Salaries and allowance- Outsourcing Staff” বাবদ ৩১,২৯,৩৫,৫৬৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে; যা জনশক্তি সরবরাহ হিসেবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উক্ত দাবীকৃত“Outsourcing Staff” খরচ এর মধ্যে করদাতা কর্তৃক Executive এবং Support Staff বাবদ সর্বমোট (৮৮,২৩,৭৫১+ ৯১,১৫,৬৯৭+ ৮৪,৭৯,৯৬৬) = ২,৬৪,১৯,৪১৪ টাকা খরচের সমর্থনে প্রমাণাদি দাখিল করা হয়েছে। অবশিষ্ট (৩১,২৯,৩৫,৫৬৩- ২,৬৪,১৯,৪১৪) = ২৮,৬৫,১৬,১৪৯ টাকার উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৮,৬৫,১৬,১৪৯/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৮“Business Promotion & Development” বাবদ ১৩,৫৮,৮০,৭২৪ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে এবং ভ্যাট বাদে (১৩,৫৮,৮০,৭২৪-৩২,৯৮,১২৯) = ১৩,২৫,৮২,৫৯৫ টাকা নীট খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(ই)(২) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ১৯,৮৮,৭৩৯ টাকা। উৎসে কম কর্তন করা হয়েছে (১৯,৮৮,৭৩৯-১৯,৬৩,৬৯৫) = ২৫,০৪৪ টাকা। আনুপাতিক হারে (২৫,০৪৪×১০০÷১.৫) = ১৬,৬৯,৬০০ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১৬,৬৯,৬০০/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ) =	৭১৪,৩১,৫৯,৫৩৩/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ) : (২৮,৮১,৮৫,৭৪৯/- × ৩৭.৫%) =	১০,৮০,৬৯,৬৫৬/-
(চ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৫৩,০৫,৩১,৮০৭/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ+চ) =	২৬৩,৮৬,০১,৪৬৩/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ-চ) =	১০,৮০,৬৯,৬৫৬/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২(এএ) এবং ধারা ৫৩ (ই)(২) এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নং-১৩
পরিশিষ্ট:১৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ
টিআইএন : ৪৫২১৭৬৮৪৪২৪৯
আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ
পর্যায় : কোম্পানি
ধারা : ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১২/১১/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৫৯৪,৫৫,০৮,৬৯৯/- (২) লভ্যাংশ আয় = ২,৩৯,৬১,০০৬/- (৩) মূলধনী লাভ = ৬,৬১,৬৮,৩৯৬/- (৪) ডাউটফুল ইনকাম = ১০,৩১,৮৮,৮৭১/-	৬১৩,৮৮,২৬,৯৭২/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০ “Business development” expenses বাবদ ১,১০,২৩,১২৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ৫৩(ই) ২ অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,১০,২৩,১২৫/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়(ক+খ) =	৬১৪,৯৮,৫০,০৯৭/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ) : $(১,১০,২৩,১২৫ \times ৩৭.৫০\%) =$	**৪১,৩৩,৬৭২/-
(ঙ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২২৭,৯৬,৭০,৬৩০/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ+ঙ) =	২২৮,৩৮,০৪,৩০২/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	২২৭,৯৭,৫৪,৬১৮/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর (চ-ছ) =	*৪০,৪৯,৬৮৪/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

*নোট : ২০১৯-২০ করবর্ষে আয়কর অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে $(২২৭,৯৭,৫৪,৬১৮ - ২২৭,৯৬,৭০,৬৩০) = ৮৩,৯৮৮$ টাকা যা করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ $(৪০,৪৯,৬৮৪ + ৮৩,৯৮৮) = ৪১,৩৩,৬৭২$ টাকা অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ এর ধারা ৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩ (ই)(২) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম : মার্কেটাইলব্যংক লিঃ
টিআইএন : ৪৪০৬৬১৩৩০৩৪৯
আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ
পর্যায় : কোম্পানি
ধারা : ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৩৫৮,৯০,৮২,০২৭/- (২) লভ্যাংশ আয় = ১৭,৬৩,১৭,২১০/- (৩) শেয়ার বিক্রয় হতে মূলধনী লাভ = ৩৮,১৬,৪৩২/- (৪) সিকিউরিটিজ সুদ হতে আয় = ৩,৮৩,০৯,৩৭৫/- (৫) স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে লাভ = ৪২,৪১,৮৯৬/-	৩৮১,১৭,৬৬,৯৪০/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট- ১২.২.১ “Provision for Good Borrower Rebate” বাবদ ১,০০,০০,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয়। প্রভিশনকৃত টাকা প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত খরচ। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে খরচের জন্য অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,০০,০০,০০০/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট- ৩৯ “Business Development” বাবদ ৪,৭৩,০২,৩০৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(ই) ২ অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ মোতাবেক উক্ত খরচ (এএ) অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৮৮,৯৩,১০৬/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট ৩৪ “Professional Service Fees” বাবদ ২,৫১,৯৫,৩৯৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২,৫১,৯৫,৩৯৫/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ) =	৩৮৬,৫৮,৫৫,৪৪১/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ+গ+ঘ) : (৫,৪০,৮৮,৫০১/- × ৩৭.৫০%) =	*২,০২,৮৩,১৮৮/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১৩৯,৬৫,৫৩,১৪৫/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ) =	১৪১,৬৮,৩৬,৩৩৩/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর =	১৩৫,০০,১৮,৬৬১/-
(ঞ)	করদাতা কর্তৃক কম পরিশোধকৃত আয়কর (জ-ঝ) =	*৬,৬৮,১৭,৬৭২/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

*নোট:২০১৯-২০ করবর্ষে আয়কর কম পরিশোধ করা হয়েছে (১৩৯,৬৫,৫৩,১৪৫ - ১৩৫,০০,১৮,৬৬১) = ৪,৬৫,৩৪,৮৮৪ টাকা যা করদাতা কর্তৃক পরিশোধকৃত আয়কর এ সমন্বয় করা হয়েছে। **অর্থাৎ (৬,৬৮,১৭,৬৭২ - ২,০২,৮৩,১৮৮) = ৪,৬৫,৩৪,৮৮৪ টাকা।

অনিয়মের কারণ:আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২(এএ) এবং ধারা ৫৩ (ই)(২) এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নং-১৫

পরিশিষ্ট ১৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ

টি আইএন : ৫৭২২২৪১২৯৩৪৪

আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৬১৫,১৫,৩৮,৬৪৪/-	৬১৫,১৫,৩৮,৬৪৪/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৬.২ ও ২২ “Agent Prizes & Award” বাবদ সর্বমোট খরচ দাবি করা হয় (১৯,১৩,৬৯,১১৭ + ২২,০৩,৮৯,১০৯) = ৪১,১৭,১৮,২২৬ টাকা যা আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৪১,১৭,১৮,২২৬/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়(ক+খ) =	৬৫৬,৩২,৫৬,৮৭০/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ) : (৪১,১৭,১৮,২২৬/- × ৪০%) =	১৬,৪৬,৮৭,২৯০/-
(ঙ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৪৬,০৬,১৫,৪৫৮/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ+ঙ) =	২৬২,৫৩,০২,৭৪৮/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ-ঙ) =	১৬,৪৬,৮৭,২৯০/-

ব্যাখ্যা:আয়করপরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম : আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ

টিআইএন : ৫৪৯৬১৯২৬০০৯৫১

আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

পর্যায় : কোম্পানি

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৬৯,৯৭,৭৩,৮৬৬/- (২) লভ্যাংশ আয় = ৩,১৯,২৭,৫৩৭/- (৩) সুদ হতে আয় = ১৩৬,১১,০৯,৫০২/- (৪) শেয়ার বিক্রয় হতে মূলধনী লাভ = ১৮,৪৫,৬৮,৯৪২/- (৫) স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে লাভ = ৫০০/-	২২৭,৭৩,৮০,৩৪৭/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৮ “Stationary & Printing” খাতে ৬,৩৪,৯৪,৭২২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। উক্ত দাবীকৃত খরচের মধ্যে Cost of printing, Supplies from various vendors বাবদ নীট করযোগ্য ব্যয় ২,৭২,৭২,০৭৭ টাকার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর্তনযোগ্য ১৩,৬৩,৬০৪ টাকা। প্রমাণাদি দাখিলের সমর্থনে উৎসে কম কর্তন করা হয়েছে (১৩,৬৩,৬০৪-৫,৮২,১২৭)=৭,৮১,৪৭৭ টাকা যা আনুপাতিক হারে (৭,৮১,৪৭৭×১০০÷৫)=১,৫৬,২৯,৫৪০ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৫৬,২৯,৫৪০/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়(ক+খ) =	২২৯,৩০,০৯,৮৮৭/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (খ) : (১,৫৬,২৯,৫৪০/-× ৩৭.৫%) =	৫৮,৬১,০৭৮/-
(ঙ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৮০,৩৫,৩৪,৮১৭/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ+ঙ) =	৮০,৯৩,৯৫,৮৯৫/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ-ঙ) =	৫৮,৬১,০৭৮/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নং-১৭
পরিশিষ্ট: ১৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : মদিনা সিমেন্ট লিঃ
টিআইএনঃ ৬৬৩৫৪২১১৫৯৬২
আয়বর্ষ : ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ
করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ
পর্যায়ঃ কোম্পানি
ধারা : ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখঃ ১৫/০১/২০২০ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ১১,০৭,৭৭,৩৪৯/-	১১,০৭,৭৭,৩৪৯/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২২“Sales Promotion”বাবদ ৬৫,৫৭,৮৭৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(ই) ১ অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৬৫,৫৭,৮৭৫/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২০.৫“Labour Charge”বাবদ ১,৯৮,৩৭,৩০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত জনশক্তি সরবরাহ সেবার গ্রস বিল এমাইন্টের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১,৯৮,৩৭,৩০০/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২০.৫ Carriage Inwards Expenses বাবদ ১৩,২৬,৯৭০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৩% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	১৩,২৬,৯৭০/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ+ঘ) =	১৩,৮৪,৯৯,৪৯৪/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত আয়কর = (২,৭৭,২২,১৪৫/- × ৩৫%) =	৯৭,০২,৭৫১/-
(ছ)	করদাতা নিরূপিত আয়কর =	৩,৮৭,৭২,০৭২/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ+ছ) =	৪,৮৪,৭৪,৮২৩/-
(ঝ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ-ছ) =	৯৭,০২,৭৫১/-

ব্যাখ্যা:আয়করপরিপত্র২০১৯-২০অনুযায়ীসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৫%হারে আয়কর ধরা হয়েছে ।

অনিয়মের কারণ:আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা৩০ (এএ), ধারা ৫২(এএ) এবং ধারা ৫৩ (ই)(১) এর লঙ্ঘন ।

অনুচ্ছেদ নং-১৮

পরিশিষ্ট: ১৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : গ্রীন ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ

টিআইএন : ৬১৪৪১২৬৫৬১০৬

আয়বর্ষ : ০১/০১/২০১৮হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রিঃ

করবর্ষ : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

পর্যায়ঃ কোম্পানি

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখঃ ১৫/০১/২০২০ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃকরিটার্নে প্রদর্শিতমোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ১৫,৪৪,৪৬,৫৭৫/- (২) লভ্যাংশ আয়= ৭,২১,২৪,৯৪১/- (৩) স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে মূলধনী লাভ = ৫৫,৪১,৪০৫/-	২৩,২১,১২,৯২১/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোটচ.২.৬:Fire, Marine, Motor & Miscellaneous Insurance Revenue Account এ “Agency Commission” বাবদ সর্বমোট খরচ দাবি করা হয় (২৫,২৫,৯০,২৩৫+ ১৯,২৫,৩৩,৭৬৭+২,৬৭,৯৬,৮৭৬+৭,৫৪,২৪,৬৭১) = ৫৪,৭৩,৪৫,৫৪৯টাকা, যা বীমা Commission হিসেবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(জি) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৫৪,৭৩,৪৫,৫৪৯/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়(ক+খ) =	৭৭,৯৪,৫৮,৪৭০/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ) : (৫৪,৭৩,৪৫,৫৪৯/-×৩৭.৫%) =	২০,৫২,৫৪,৫৮১/-
(ঙ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৭,২৮,৯৬,৫৯৪/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ+ঙ) =	২৭,৮১,৫১,১৭৫/-
(ছ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ- ঙ) =	২০,৫২,৫৪,৫৮১/-

ব্যাখ্যা:আয়করপরিপত্র২০১৯-২০অনুযায়ীসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫%হারে আয়কর ধরা হয়েছে ।

অনিয়মের কারণ:আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা৩০ (এএ) এবং ধারা ৫৩(জি) এর লঙ্ঘন ।

প্রতিষ্ঠানের নাম : এম.এম.ইম্পাহানী লিঃ

টিআইএনঃ-৭২৮৭৯৪৪০১৮৩০৩

আয়বর্ষ : ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ

কর সন : ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

ধারা : ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ : ১৫/০১/২০২০ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় :- (১) ব্যবসা হতে আয় = ৬,৯৪,২৫,২৭৬/- (২) গৃহ সম্পত্তি হতে আয় = ১,৩২,৮৮,৬০৭/- (৩) অন্যান্য সূত্র হতে আয় = ৬৯,৯৪,০২৯/-	৮,৯৭,০৭,৯১২/-
(খ)	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের General Department এর Expenses হেডে Repairs & Maintenance Building বাবদ ২৭,২৭,২৩১ টাকা খরচদাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ ও বিধি ১৬ অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	২৭,২৭,২৩১/-
(গ)	গ্র্যানুয়াল রিপোর্টের Pahartali Textiles & Hosiery Mills Ltd. এর Manufacturing Overhead হেডে Repair & Maintenance Plant & Machinery বাবদ ৯,৮৬,৮৭,২৭৫ টাকা খরচদাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর ৬% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।	৯,৮৬,৮৭,২৭৫/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক+খ+গ) =	১৯,১১,২২,৪১৮/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ+গ) $\times$ (১০,১৪,১৪,৫০৬/- $\times$ ৩৫%) =	৩,৫৪,৯৫,০৭৭/-
(চ)	করদাতা কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৪,৫৮,৯১,৩৩৩/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ+চ) =	৮,১৩,৮৬,৪১০/-
(জ)	করদাতা কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ-চ) =	৩,৫৪,৯৫,০৭৭/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০১৯-২০ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ (এ) এর লঙ্ঘন।

তারিখ:

২২. ১১. ২০২১ বঙ্গাব্দ ১
০৭. ০৬. ২০২২ খ্রিঃাব্দ ১


মোঃ বদিউজ্জামান
মহাপরিচালক
রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৮৩৯২৬০০